MAY 2 2002

MAY 2 2002

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 20 কলাম 5

কুষ্টিয়ায় দেদারসে প্রাথমিক স্তরের নোটবই বিক্রি হচ্ছে

কুমারখালী প্রতিনিধি

সরকারি আইন অমান্য করে কুষ্টিয়ার কুমারখালী ও খোকসা উপজেলার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে অবাধে প্রাথমিক স্তরের নোট বিক্রি হচ্ছে। শিশুরা পাঠ্যবই ছেড়ে নোটবইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ফলে একদিকে শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশও হচ্ছে না। ১৯৭৯ সালের তৎকালীন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পুস্তকের কোন নোট প্রকাশ ও বিক্রি করা যাবে না। তখন প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের নোটবই বিক্রি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব লাইব্রেরিতে নোটবই বিক্রি হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা নিম্ন শ্রেণী থেকে নোটবই পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় ওপরের শ্রেণীগুলোতে উঠে নোটবই ছাড়তে পারছে না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভয়ানক ক্ষতিসাধন হচ্ছে বলে শিক্ষকরা মনে করেন। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশ্রেণীগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা মূল পাঠ্যপুস্তকবিমুখ। শিক্ষকমণ্ডলীরা দোষারোপ করেন সরকারকে আর অভিভাবক মহল দোষারোপ করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। অভিভাবকদের মতে, পাঠ্যপুস্তক নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পড়ানো হচ্ছে না বলেই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাসের জন্য নোটবই অনুসরণ করছে। শুধু তাই নয়, বিশদ ধারণা না থাকার কারণে, পরীক্ষায় আশাতীত ফল লাভ করতে পারছে না। তাই নকলপ্রবণতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নোটবই তো শিক্ষারমান ক্ষুণ্ন করছেই, আবার সবার সুবিধার্থে একশ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ী ছোট বই বাজারজাত করছে, যা নকলে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করছে। এখানেও কর্তৃপক্ষ নীরব। শিক্ষক প্রতিনিধিদের বক্তব্য হচ্ছে, সরকার শক্ত হাতে নোটবই প্রকাশ বন্ধ করতে পারছে না বলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এ দৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে।